প্রকাশক ঃ
গোপালদাস মজুমদার
ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, বিধান সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৬

মুদ্রক ঃ
হরিপদ পাত্র
সত্যনারায়ণ প্রেস
১, রমাপ্রসাদ রায় লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ ঃ
পূর্ণেন্দু পত্রী

প্রথম সংস্করণ ঃ
সেপ্টেম্বর ১৯৬০ (মহালয়া)

তোমার ভালবাসা পেলে

সূচীপত্র

মেঘদূত আচার্য-কে

তুমি চ'লে গেছ অনেকদিন,
লুকোচুরি খেলছ মেঘের আড়ালে।

'ক্লান্ত পাখির ডানায় জীবনের শেষ অভিমান।'

লেখিকার পরবর্তী উপন্যাস

মেঘের বুকে ঘর বেঁধেছি

সাপের মুখে চুম্বন

সাপের মুখের চুম্বন চেয়েছি বারবার
পেয়েছি শুধু ধর্ষিতা নাগিনীর স্পর্শ আলিঙ্গন।
চরস-ভাঙ্, গাঁজা আর মদ এ-নেশায়
আমার আসে না ঘুম।
হয় না জ্ঞানলুপ্ত কোন অলক-নগরী।
আফিমের নেশা কেটে গেছে আমার
এবার আমি চাই কাল-কেউটে আর
গোখুরার দংশন।

রাধিকার প্রেম পরজন্মে
এবার চায় স্বর্গ বিলাসিনী মেনকার মন্থনে
আর কাল কেউটের দংশনে,
আমি ঘুমিয়ে থাকি কয়েক শতাব্দী ধরে
তোমার শীতল বুকের ওপর।
আমার নেশার ঘুম যখোন ভেঙ্গে যাবে
শুক্লা দ্বাদশীর চাঁদ ক্লান্ত আকাশে।
ধর্ষিতা-নাগিনীর স্পর্শ আলিঙ্গন
চিবুক-গ্রীবায় নিতম্ব-মন্থনে,
ছুটির ঘণ্টা কবরখানায়…
আর বাতাসে চন্দন-কাষ্ঠের ঘ্রাণ
পৃথিবীর শ্মশানে।
স্বাপ্নিক-প্রিয়ার জরায়ু অক্ষত।

ধ্বংস আমার এ জীবন

বাদল-ঝরা বৈকালি—স্বপ্ন-ঝরা প্রতিপদের সন্ধ্যায়
তুমি এলে তখোন নিঝুম বর্ষার রাত।
অবিশ্রান্ত এ বর্ষার রাতে তুমি কেন এলে .
ক্লান্ত পাখিরা ঝাপটায় ডানা—
বন্ধ হয়েছে ফেরীওয়ালার হাঁক।
ভরাযৌবনা বিদুষী তন্বী নারী
গাই-হরিণীর চমকে-ওঠা চাহনি তোমার ;
এবং আলুথালু ভরা যৌবনের ক্লান্তির অবসাদ।
হাওয়ায় উড়ছে তোমার সোনালী গুচ্ছ চুল—
কেনো বলো এলে এই বর্ষার নিঝুম রাতে ?
পুজোর ফুল তুলতে এলে দ্রৌপদীর বেশে !
নতুন করে সাজাব তোমাকে
হে দেবী নতুন সাজে।
আমি হাল-ভাঙা নাবিক, পথহারা পথিক
আমি পরাস্ত সৈনিক ;
আমি ক্ষুধার্ত—আমায় দিতে পার
শুধু একখানা রুটি।
আমি পিপাসায় হয়েছি কাতরা
দিতে পার আমায়
কমণ্ডপের এক ফোঁটা জল !
তুমি পাষাণী নও. তুমি তো দেবী দ্রৌপদী
তুমি এলে সাইক্লোনের মতন বর্ষার রাতে
ব্যারোমিটারের পারদ তখন ছিল জিরো ডিগ্রীতে ;
র‍্যাডারেও পড়ে নি ধরা তুমি কোথায়, কতদূরে ?
হিরোসিমার ভূমিকম্পনের মতন
ধ্বংস আমার এ জীবন !

দশমীর চাঁদ

মা যাবেন শ্বশুর-বাড়ি বিষণ্ণ-বেপথু অন্তরে
নীল আকাশের নীচে—গঙ্গা, যমুনা, পদ্মা—
চরৈঃবেতি।
মর্ম্মর-প্রস্তর যুগের জীবন্ত জীব আর মানুষগুলো
হিমালয়ের হিমগর্ভে······
মহাদেবের জটায় বন্দিনী গঙ্গোত্রী।
বন্দিনী 'বনাডেল' বিহঙ্গ, বিপন্ন, বিষণ্ণ
সদ্য নবজাতক যন্ত্রণায় কাতরা······
শুক্লা-দশমীর চাঁদ—সাপশঙ্খ যেন
মুক্ত হাসির পাহাড়ী পাগলি ঝর্ণা;
মদের গ্লাসের মতন—'গ্রীসের মেয়েরা সুন্দর'
তার চেয়ে আরও সুন্দর আকাশের মেঘ আর
যৌবনা মেঘেনী—
শুক্লা দশমীর চাঁদ!
মা যাবেন শ্বশুর বাড়ি—
শেষ প্রণাম—শেষ আশীর্বাদ।

শ্রীরাধিকার প্রেম

জীবন-যৌবনে এসেছে জরা
জ্বালা আর যন্ত্রণায় প্রেতাত্মার বিষাক্ত নিশ্বাসে
আমার লাঙস্ দুটো ক্ষয় হয়ে যাবে
নিশ্বাস হবে রুদ্ধ।
শ্রীরাধিকার প্রেম যদি ব্যর্থ হয়—
মদের গ্লাস আর স্বপ্ন-ঝরা সোনাগাছি
প্রিন্সেস হাউস হবে আমার স্বপ্ন-আলয় ;
প্যাথিড্রিন, ম্যানড্রেক্স অভিশপ্ত জীবন
তারপর কর্কশ-কঠিন বিষাক্ত ধর্ষিতা নাগিনীর দংশন।
কীড্ স্ট্রীটের ওই সাজানো বাগান বাড়ির হোটেলে
স্বপ্ন-ঝরা সন্ধ্যায় ঘুমন্ত স্বাপ্নিক-মন ;
স্বপ্ন দেখি নিঝুম নগরীর বুকে
ডালিয়া-রজনীগন্ধা, আবলুস কাষ্ঠের পালংকে
তোমার শীতল বুকের ওপর খেলা করি ছিনিমিনি—
আমার সব নেশা কেটে যায়, সব ভয় ভেঙে যায়
শুক্লা তৃতীয়ার চাঁদ যদি সত্যি হয়, সত্য হয় যদি
শ্রীরাধিকার প্রেম।
শরতের শুভ্র জ্যোৎস্নায় তুমি আর আমি এবং
আমাদের জন্মভূমি ভারতবর্ষ—
হয় ভেনাসে, নয় সূর্যালোকে হবে পূর্ণ অধিকার।
সেদিন প্যাথিড্রিন আর ম্যানড্রেক্স দিয়ে তোমরা
আমাকে আর
ঘুম পাড়াতে পারবে না।
শুক্লা তৃতীয়ার চাঁদ যদি সত্যি হয়—
পটাসিয়াম্ সাইনেড দিয়েও আমাকে
মেরে ফেলতে পারবে না।

মৃত্যু-ঘণ্টা বাজবে না সেদিন পৃথিবীর কবরখানায়
শ্মশানে আর থাকবে না সেদিন মৃত-মানুষের চিতায়
চন্দন-কাষ্ঠের ঘ্রাণ!

ভোরের সূর্যোদয়

(সুব্রত, সৌমিত্র, সঞ্জয়কে মনে রেখে)

সাগরের জল লোনা—তাই দেখে তোমরা
সাগরকে ভয় পেও না—
অশান্ত সমুদ্র ক্ষ্যাপা উচ্ছ্বাস ;
তোমরা যখন সাগর পাড়ি দিয়ে ওপারে যাবে
হয়তো সেদিন আমি থাকবো না ।
হিরোশিমার—নায়েগ্রা, গোবি সাহারা, আল্‌প্‌স হিমালয়ে
পেরিয়ে যাবে—
পাবে গ্রীস-প্যারিসের মেয়েদের ভালোবাসা ।
জীবনকে ভালোবেসো, ভালবেসো পৃথিবীর মানুষ
আঘাতে মর্মরিত করো না কোন হৃদয়কে ;
তোমরা নিশ্চয় বড় হবে—আমার স্বপ্ন হবে সফল ।
হবে ফিরে পরিচয়
আমার বুকের মধ্যে কী জ্বালা তোমরা যেদিন বড় হবে
আমি থাকবো না ।
থাকবে শুধু আমার শেষ শুভেচ্ছার আর অনন্ত আশীর্বাদ ।
ভুল করো না অক্সফোর্ডের ডিগ্রী নিতে,
নিশ্চয় ভালোবাসা পাবে তোমরা সেদিন···
সুইডেন-গ্রীস-লণ্ডনের নবোঢ়া রূপসী মেয়েদের ।
টেমস্‌-এর ওপার থেকে ভেসে আসছে নাইটিঙ্গেলের কণ্ঠস্বর
আমি চলে যাব বহুদূরে ।
জীবন-যৌবনে শুধু একবার 'মা' বলে ডেকো······
কাকে !
বড় হলে নিশ্চয় বুঝবে কার কথা বলছি ।
বিলেতের আকাশে শুক্লা একাদশীর চাঁদ
হলিউডের আকাশে শুক্লা দ্বাদশীর চাঁদ—
সুইডেনের আকাশে শুক্লা পূর্ণিমার চাঁদ
এই কথাটি মনে রেখো—

আর মনে রেখো মানুষের প্রেম
মানুষের ভালোবাসা।
অ্যাপোলো-ভেনাস-লুনা-জুপিটার
তোমরা চিরদিন শাশ্বত হ'য়ে থাকবে
সকল শিশুর অন্তরে,
ভোরে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে
তোমরা যেয়ে পেঁছাবে
বিলেত-ওয়াশিংটন—সুইডেনের এয়ার পোর্টে
ভুলে যেও না 'ওকে' শুধু একবার
'মা' বলে ডাকতে—পালিত জননীর অযাচিত আশীর্বাদ।
ভুলে যেও না পৃথিবীর জরাগ্রস্ত শিশুদের।

সাগরের জল লোনা
তাই দেখে তোমরা সাগরকে ভয় পেয়ো না।

Oh ! Invissible spirit of thou wine

তুমি আসবে কি আসবে না জানি না
যন্ত্রণার জীবন !
শান্তির কপোতী তুমি এশিয়ার আকাশে
পার্ক হোটেল আর রিৎজ্-এ
তোমার দেখা যদি না পাই ।
ক্যাবারে ড্যান্সার মদের গ্লাসে চুমুক দিয়ে
অর্ধ-উলঙ্গ হয়ে পড়ে আছে হোটেলের বারান্দায় ।
ময়না পাখি তখোনও শিস দিচ্ছে তোমার প্রতীক্ষায় ।
আমার শিরাগুলো টনটন করছে, ভেনাস অবলুপ্ত,
চন্দ্রালোকে কোন এক গহীন-গুহার অন্তর-গর্ভে
খুঁজে পেয়েছি তোমাকে ।

তাই তুমি আকাশের চাঁদ, আকাশ-মিনার তুমি
তুমি সপ্ত-শিখা ;
বনটিয়া ! আফ্রিকার গহীন বনারণ্যে
আমাকে একা ফেলে যেও না পালিয়ে
তাহলে কোন এক হিংস্র বন্য কাফ্রী মেয়ে
আমার শিরাগুলো ছিঁড়ে ফেলবে ;
শোষণ করে নেবে আমার রক্ত-হাড়-মাংস !
রক্তশোষণকারী ভ্যাম্পিয়ারের মতন
যেমন শোষণ করছে বুর্জোয়ার কালো হাত ।
মদের গ্লাসে চুমুক দিলে
যন্ত্রণা জীবনে আনে নতুন-স্পন্দন !
তোমার কাছে আঘাত পেলে
আমার জন্যে তোলাই আছে
গণিকার প্রেম, ক্যাবারে ড্যান্সারের
মন-ভুলানো মন্দ বাঁকা হাসি ;
আর Invissible sprit of thou wine !

জ্যোৎস্নার আধো-আধো আঁধারে
শুক্লা-চতুর্দশীর চাঁদনী-রাতে
নিস্তব্ধতা ছিন্ন করে ভেসে আসছে
ঝিঁ-ঝিঁ পোকার ডাক।
আর বাগবাজারের ওই জেলেনী ডাগর ছুঁড়ি
শ্মশান-কালীর সামনে গান ধরেছে
'মা আমায় পার করে দে— ।'
ঠিক এমনি সময় শুক্লা-চতুর্দশীর চাঁদ হাসছে
আর আমি তোমার আঁচল ধরে দাঁড়িয়ে আছি
গঙ্গার ওপারে,
তুমি এপারে !
তোমার-আঁচলের জরি-পাড় যদি ছিঁড়ে যায়
আমি দুরন্ত অশান্ত বালকের মতন
ডুবে যাব—
যদি থাকে গঙ্গার চোরা-বান।

পূর্ণ-যৌবনা শুক্লা চতুর্দশীর চাঁদ
এলোচুল এলোকেশী, তোমার আঁচল ধরে
নিয়ে এস তোমার বুকের মাঝে ;
কেটে যাবে আমার সারা জীবনের যন্ত্রণার সব অবসাদ !

সবুজ স্বপ্নের দেশে

সবুজ স্বপ্নের দেশে—পৃথিবীর ওপারে
ঘুরে ঘুরে হয়রান হয়েছি উর্বশী কুমারীর
পানে চেয়ে—
মিল্টনকে ভেবে আমি চলেছি গেঁয়ো পথে
পাড়াগাঁ-র আইবুড়ো ডেঙ্গো মেয়েরা
ইঁদুরের ছানা নিয়ে খেলা করে
সবুজ ধানের ক্ষেতে
আইরির বনে
মেঠো পথ বেয়ে চলে যায়
ইরান দেশে নয়, তারা বাঈয়ের ঘোড়ায়
চাবুক মারছে—
অঘ্রানের হেমন্তের রাতে
নবদম্পতির পিঠের চামড়ায়
রক্তমাখা ডাইগ্রেয়াস
মুক্ত বিহঙ্গ বন্দী যৌবন যন্ত্রণায়
কারাগারে প্রিয়তমা
মেঘ তার ঝালর বিছিয়েছে
হেমন্তের আকাশে, রক্তাক্ত রত্ন-সিংহাসনে
শিয়াল, শকুনিরা, দুর্গন্ধ ভাগাড়ে
মরা গরুর চামড়া, নাড়ী আর ভুঁড়ি নিয়ে
কাড়াকাড়ি করে······
ভারাক্রান্ত উর্বশীর ভরা যৌবন
মধুর হেমন্তের রাতে
জ্যোৎস্নার ডুবুডুবু চাঁদ
মন্দাক্রান্তা-ছন্দে গানের রেওয়াজ
প্রেয়সীর কণ্ঠস্বর ভেসে আসে ঈথার স্পন্দনে।
ট্রাম থেকে প'ড়ে গর্ভবতী পাড়াগাঁর বধূ
চলে গেল কবরখানায়।

দামড়া গরু আর গাভী ডাকছে হাম্বা-হাম্বা রবে
শিয়ালেরা পালিয়ে যায় নদীর ওপারে—
তাইচুর ধানের ক্ষেতে সোঁদা-গন্ধে
ভারাক্রান্ত মন
ফেলে আসা রসে-ভরা কুমারীর যৌবন-জীবন
পিয়ানো বাজায় বসে যৌবনা কুমারী
উর্বশীর কন্যা জ্যোছনার রাতে
শরৎ, হেমন্তে নয়, বরষার বিলচয়ে পেঁচা ডাকে।
নেই জোনাকীর আলো
বৈধব্য নারী—যৌবনা অন্ধকারে চলে আসে
শ্মশান সমাধি পরে—সঙ্ সেজে
ও-পাড়ার আইবুড়ো মেয়েদের
শোনায় হরি সংকীর্তন
এখনও বাতাসে রূপসীর পোড়া মাংসের ঘ্রাণ।

সন্তান জন্ম দিতে দিতে

শকুনি আর ময়ূরের পাখনা দিয়ে সেজেছে ওরা
সাঁওতালী মেয়েরা······
নাচ গান এই নিয়ে কাটে দিন রাত,
এই হল সাঁওতাল মেয়ে আর পুরুষের আনন্দ উৎসব
তাড়ি আর মহুয়ার ফল খেয়ে
মানুষের মাঝে—মানুষী প্রিয়াকে করে চুম্বন •
কখনও বেহুঁস হয়ে থাকে যৌবনা সাঁওতালী কন্যা
সজারুর কাঁটা আর সাপের খোলস
বনলতা বনফুল এই দিয়ে সেজেছে
রূপসী সাঁওতালী কন্যা
তারপর মহুয়ার ফল, তালরস খেয়ে
কেটে গেছে কত বেহুঁস রাত
সন্তান জন্ম দিতে দিতে ভোরের সূর্যোদয়।

ডাইনীর প্রেম আলেয়ার আগুন

(শ্রীমতী আচার্যকে মনে রেখে)

ডাইনীর প্রেম আর আলোর আগুন
এর থেকে অনেক ভাল পটাসিয়াম্ সাইনেড
কখন বাজবে জীবনের শেষ মৃত্যু ঘণ্টা
কখন ফিরে যাব পৃথিবীর কবরখানায়,
নব মেঘে আচ্ছন্ন অম্বর—
সংঘাতে হারা জীবন যৌবন বেপথু অন্তর
অমাবস্যার কঠিন কালো রাত
বৈমানিকের দিক নির্ণয় যন্ত্র বিকল
ওয়ারলেসের তারে সংবাদ নেই ;
এখনই প্লেন ক্র্যাস্ হবে হিমালয়, কাঞ্চনজঙ্ঘায়,
হিরোসিমা অথবা গোবী সাহারায়—
চেরাপুঞ্জির মত আমার চোখের জল শেষ ঈশারা
কিন্তু একটি তারা জ্বলছে—দূর অনেক দূর পশ্চিম আকাশে
ডাইনীর প্রেম আর আলেয়ার আগুন—
এর থেকে অনেক ভাল—মৃত্যুর আগে
এয়ার হোস্টেসের ভালোবাসার শেষ চুম্বন শেষ আলিঙ্গন ।

অনেক বছর পরে

অনেক বছর পরে—খুঁজে পেয়েছি তোমাকে
নীরস বকুল আর রজনীগন্ধার মালা
আহত সৈনিকের শেষ চুম্বন যন্ত্রণার জ্বালা
অশান্ত পিতৃহারা বালকের পালিত জননীর অযাচিত স্নেহ
মহাসমুদ্রের পালতোলা জাহাজের মাস্তুল জানায় ঈশারা
আকাশে গাঙচিল বুনো প্রজাপতি তখনও খেলায় করে
শ্রাবণের গোধূলী বেলায়—

শিকারীর গুলিবিদ্ধ বুলেটের আহত বলাকা
ডানা ঝাপটায় মরণ যন্ত্রণায়
অশান্ত দাম্বালো জংলী মেয়ে ঝুমরু বেপথু অন্তর
সবকিছু হারিয়ে গেছে, সবকিছু হারিয়ে যাবে
বিকৃত মস্তিষ্ক হলে, তুমিও চলে যাবে
বৈকালী দিবসের শেষ ঘণ্টার শেষে
রহস্যময়ী কৌতুহল জ্বালা আর শেষ চুম্বন
মেঘাবৃত নিকষ কঠিন অমাবস্যার কালো রাত
বুলেট বিদ্ধ বিহঙ্গ তখনও ডানা ঝাপটায় মরণ যন্ত্রণায়
প্রেয়সীর বাঁকা হাসি তীক্ষ্ণ তরবারির মত ঈশারা জানায়
পাগলা গারদের পলাতক আসামী আমি
পাগলা গারদে পাগলা ঘণ্টা বাজে
রাঁচীর মেঘাবৃত অম্বরে মেঘেনী কাতরা
সুইডেন, গ্রীস নয়, রাঁচীর গারদে আমি পরাজিত
মেঘ আর মেঘেনী রত
কখন বাজবে জীবনের শেষ ঘণ্টা
বিদায় বেলায় যদি তোমার প্রতিশ্রুতি পায়
তাহলে আমি আর ফিরে যাব না
পৃথিবীর অর্ধ উলঙ্গ গারদখানায়

আমার বিদায় বেলায়
যদি ঘুমন্ত প্রেয়সীর ঘুম ভেঙে যায়
গর্ভবতী মেঘেনী যন্ত্রণায় কাতরা
যাব না ফিরে আর
তোমার ভালবাসা পেলে, এ জীবনে
পাগলা ঘণ্টা বাজে
পাগলা গারদে।
তারপর হবঁ ইতিহাস।

তোমার জন্মদিনে আমন্ত্রণ যদি পাই

তোমার জন্মদিন কোন শুভ লগ্নে
নিশ্চয়ই সেদিন ছিল স্বাতী নক্ষত্র
তারিখটা আমাকে জানাবে কিনা জানিনা
বিবাহ এবং বাসর শয্যায় পাইনি তোমার আমন্ত্রণ
অবশ্য তোমার সাথে—তখন ছিলনা কোন পরিচয়।
জন্মদিন শুভক্ষণে শরতের স্নিগ্ধ গোধূলী বেলায়—
তোমার আমন্ত্রণ যদি পাই
কণ্ঠে পরাব তোমায় মুক্তাখচিত স্বর্ণহার
কপালে পরাব রক্ত চন্দন টিপ
ছন্দভরা চঞ্চল চোখে অনাবিষ্কৃত দ্বীপ
আফ্রিকার গহীন অরণ্য বনে,
কেটে গেছে আমার অনেক ভয়ার্ত রাত
তোমার জন্মদিনে আমন্ত্রণ যদি পাই
ফিরে যাব না নিগ্রো আর বন্য কাফ্রী মেয়ের দেশে
পড়িব না কোন দিন ইলিয়াড—ওডিসি
স্বাপ্নিক প্রিয়া তুমি,
তন্দ্রা বিহীন শুক্লা দ্বাদশী রাতে স্বপ্নের মোনালিসা
তোমার প্রেমে বন্দি আমি ছলনার কারাগারে
জন্মদিনে তোমার প্রেম যদি সত্য হয়
বেতফল, কামরাঙা, আম্রমুকুল আর রজনীগন্ধা ডালিয়া
শুষ্ক বনানী মাঝে শ্বাপদ-শাবকী যথা ঘুরিয়া বেড়ায়
জন্মদিনে শপথ নিও, ছুঁড়ে ফেলোনা
বেগম বাঁদীর শয্যায়
তোমার নয়নে সুর্মা আর কাজলের ছাপ
আমার অশ্রুতে ধরা পড়েছে চেরাপুঞ্জীর মেঘ—
তবুও আমি জন্মদিনে পরাব তোমায় রক্ত-চন্দন টীপ
তুমি যে আমার অভিশপ্ত যন্ত্রণার জীবনে অনাবিষ্কৃত দ্বীপ।

তোমার ভালবাসা পেলে

তোমার ভালবাসা পেলে
এশিয়ার সূর্যকে জানাব প্রণাম
পুকুরঘাটে আর দীঘির জলে গ্রাম্য বধূরা সাঁতার কাটে
নবোঢ়া সুন্দরীর রূপসী নারী যাবে পদ্মফুলের পদ্মবনে
সাঁতারু বেশে দেখেছি তোমায় কপোতাক্ষের জলে
কালচুলগুলো কালাচুলাপের মত খেলা করে
নদীর জলে, পুকুর ঘাটে—
তোমার চোখ দুটি শিকারীর তাড়া খাওয়া হরিণীর মতন।
তোমার মুখখানি সুন্দর
নির্মেঘ আকাশের 'টাইগার হিলে'র সূর্যোদয়ের মতন
তোমার বুকের স্তন শাঁসালো কাশ্মীরের আপেলের মতো সুন্দর
তুমি সুন্দরী, তোমাকে দেখেছি আমি
শ্রী রাধিকার বেশে—যমুনার জলে
ভারত প্রেয়সীর সমাধি তাজমহল দেখে
মেটেনি তোমার পিপাসা।
তোমার ভালবাসা পেলে
আমি চলে যাব
টেমসের ধারে—শুনব নাইটিঙ্গলে এর গান
বাতাসের ইথারে তোমার কণ্ঠস্বর
শত শতাব্দীর পরে—
স্কাইলার্ক তোমার কণ্ঠস্বরকে চুরি করেছে
সেই গানের স্বর তুমি আর আমি শুনব।
তোমার ভালবাসা পেলে
আমি চলে যাব
সেক্সপীয়রের দেশে—
দেখব শেলী, কীটস্, বায়রণের সমাধি মন্দির,
পড়ব ফনি ব্রাউনিং এর শেষ রক্তাক্ত চিঠি
সেদিন থাকবে শুধু,

that is askane look of my dear's eye
লণ্ডনের আকাশে মেঘ আর মেঘেলী
করে না চলা-ফেরা
তোমার কণ্ঠস্বর চুরি ক'রে
স্কাইলার্ক গান কো'রছে
সেই গানের স্বর ভেসে আসছে
টেমস্ আর আটলাণ্টিকের ওপার থেকে
তোমার ভালবাসা না পেলে, না যদি পাই জীবনের লেনদেন
যমুনা থেকে ভেসে যাব আমি টেমসের কূলে
জীবন হবে সফেন।
ইয়োরোপের মেঘাচ্ছন্ন কুয়াশাভরা আকাশের
তুমি শুক্লা একাদশীর চাঁদ
যমুনার জলে শ্রীরাধিকার বেশে
হীরকীর মালা দিয়ে সাজাব তোমাকে
তুমি
আমার জীবনের হীরকী জ্যোৎস্না রাত।

মনকে প্রস্তুত করো নারী

অনেক দিন ভেবেছি অনেক কথা বলব—
তোমার সাথে নির্জনে,
তুমি আর আমি থাকব দুজনে
আর থাকবে পৃথিবীর চাঁদ সূর্য
হিজলের বনে।
তোমার বুকে মাথা রেখে ঘুম ঘুম চোখে
শুনব তোমার কণ্ঠে ঘুমপাড়ানী গান
তোমার গোলাপী রক্তাভ ঠোঁটের চুম্বন
আর দুধে ভরা স্তনের স্পর্শে—
আমার জীবনে হবে নতুন সূর্যোদয়
দেখিয়াছি তোমার কতরূপ কখনও গম্ভীর,
কখনও আশ্বাস
সকরুণ নিঃশ্বাস
আষাঢ় শ্রাবণ সন্ধ্যারাতে
শরতের শুভ্র মেঘেনীর বুকে
হৃদয়ে জাগিবে নূতন স্পন্দন
ভুলে যাব যন্ত্রণার সব দিনগুলি
ভুলে যাব বিষাক্ত নিশ্বাস—
আমার উপর যদি থাকে তোমার অযাচিত বিশ্বাস।
জানি না —হৃদয়ে তোমার শিল্পীর কোন ছবি আঁকা
অমাবস্যা রাতে—যজ্ঞ শেষে ষোড়শী চণ্ডালিনীর বুকে
মদ আর পোড়া মাংস নিয়ে
তান্ত্রিক জপিছে মোর মৃত্যুবাণ।
তার আগে তোমার বুকে মাথা রেখে
শুনব তোমার কণ্ঠের ঘুমপাড়ানী গান!—
অথবা রক্তাভ ঠোঁটের চুম্বন—
জানি না হৃদয়ে তোমার কোন ছবি আঁকা,
তোমার ছোবলে আমি ঢলে পড়ব কি না—
জানি না!
অপরাজিতা, ময়ূরকণ্ঠী নীলার মত
আমি হব কিনা নীল বর্ণ!

গর্ভবতী বিহগী গর্ভযন্ত্রণায় কাতরা

রাতজাগা পাখিরা এখন ঘুমোয়নি—
আমার হাতঘড়িটি বন্ধ হোয়ে গেছে—দুটো বেজে পনেরো মিনিটে
রাতের নিস্তব্ধতাকে ছিন্ন কোরে খান খান কোরে ভেসে আসছে
ভূতমপেঁচা আর ঘুগরো পোকার ডাক—
পরগাছার মগডালে রাতজাগা কর্কশ পাখীদের চোখে ঘুম নেই
শৃঙ্গার-চুম্বনে রত।
বেতসলতার বনে গর্ভবতী বিহগী গর্ভ যন্ত্রণায় কাতরা
হাড়গিলা শকুনী—ভূতমপেঁচা—শিয়ালেরা করে যাতায়াত
শ্মশান পূর্ণতীর্থ—
ডাগরওয়ালা ঘুম ঘুম চোখে কুকুরেরা ডেকে ওঠে
দক্ষিণেশ্বরের পোষা পেত্নীগুলো—
নাকিসুরে হিহি করে হাসে আর কাঁদে।
রামকৃষ্ণ সারদা মায়ের ধ্যানে বা তপস্যায়
করেনি কোনদিন কোন বিঘ্ন—।
সংসারে সঙ্ সেজে পেত্নীবেশী প্রেতাত্মারা আরো ভয়ঙ্কর!
অভিশপ্ত জীবনে হয়—এ সংসারে এদের আবির্ভাব।
শুক্লা চতুর্দশীর চাঁদ নেই আকাশে
তোমার উষ্ণ পালকে—শীতল বুকের মধ্যে
আমাকে জোর কোরে জড়িয়ে ধরো প্রিয়তমা!
রাতজাগা পাখিরা এখনো ঘুমোয়নি······
জেগে আছে গো-ভাগাড়ে—জেগে আছে পরগাছার মগডালে
মাঝদরিয়ায় ভরাডুবি হল—আমার সোনার ফসল।

হ্যারিয়েট ওয়েষ্ট ব্রুক-এর প্রতি

আকাশের সূর্যকে ভালবাসলে—
ভালবাসলে আল্পস্ ককেসাস্—
সারপেন্টাইনের হ্রদে তোমার আত্মহত্যা বার্তা
ছড়িয়ে পড়ল মহা সূর্যের দেশে
প্রেমের আবেগে থর থর প্রমেথিউস্ আনবাউণ্ড-এর কবি
পৃথিবী কৃপণ বড়ই কৃপণ তোমাকে বাঁচবার
দিল না অধিকার
প্রেমিকা তুমি—তাই মহা সূর্যের আলোকে
পেলে না অক্সিজেন নিঃশ্বাস হ'ল রুদ্ধ।
স্বর্ণকেশী মেরীর প্রেমে মহা সূর্য হ'ল বিচলিত…
জীবন যৌবন সবই নশ্বর…
স্বর্ণ রথে চলে গেলে তুমি স্বর্গে—পেলে দর্শন ঈশ্বর
সাগরের জলে এলো সাইক্লোন ডুবে গেল
ঊষার নব মহাসূর্য।
রাজকুমারী স্বর্ণকেশীর জীবন হ'ল—অমাবস্যার কালোরাত।
হ্যারিয়েট স্বর্গ দুয়ারে আঁকিছে শান্তিযজ্ঞের আল্পনা
বিল্বপত্র, রক্তজবা, দূর্বা আর ধান—
হোমাগ্নির শেষ ভস্ম শ্বেতবস্ত্র—
প্রমিথিউস্ আনবাউণ্ড-এর কবিকে জানাই প্রণাম।
মৃত সূর্যকে ফিরিয়ে পেলে
মৃত সূর্যের অকাল জীবন—
মহা সমুদ্র সৈকতে।
সারপেনটাইন হ্রদের জল তার আগে পেঁছে গেছে
মহাসমুদ্রের বুকে—জেগেছে নূতন স্পন্দন—
যেখানে খেলা করে সূর্য-স্বর্গ-সমুদ্র সফেন।

সূর্যকে ভালবাসলে

সূর্যকে ভালবাসলে,
তোমাকে ভালবাসবে—সূর্যের সাতরঙ্
পাপগ্রহে আক্রান্ত হবে না তুমি…
কু-দৃষ্টি থাকবে না—রাহু-কেতু-শনির—
তোমাকে পরাব না আমি
বেরিল, কনডোনিয়াম্ আর বৈদূর্যমণি—
সূর্যকে ভালবাসলে—তুমি হবে মঙ্গলগ্রহের
মাইকা, মিনারেলস্ ফসিল।
বৈজ্ঞানিকের গবেষণায় ধরা পড়বে……
মঙ্গলগ্রহের প্রথম মানুষ প্রেমিকা তুমি
তুমি হবে পৃথিবীর প্রথম ল্যাবরেটরির গবেষণার জীবন্ত নারী।
মাটির পৃথিবীর বুকে নয় মঙ্গলগ্রহে কালের ইতিহাসে।
তুমি চিরন্তন শাশ্বত অক্ষয়।
সূর্যকে ভালবাসলে—তুমি বুঝবে ভালবাসার প্রতিদান।
সাগরের জল—পাহাড়ী ঝর্ণা—
এই মাটির পৃথিবীর বুকে—ধরা পড়েছে
রকেটে তোমার কন্ঠের জয়গান।
সূর্যকে ভালবাসলে—তুমি হবে মঙ্গলগ্রহের
শুক্লা চতুর্দশীর চাঁদ।

যদি ডুবে যায় আকাশের চাঁদ

যদি ডুবে যায় আকাশের চাঁদ
আকাশ হবে মেঘে ঢাকা কবরী—
তোমার আমার স্বপ্নের মিনারগুলো
আছাড় খায়—সমুদ্রের কিনারায়
জ্যোৎস্না আর পাখীরা ডানা মেলেছে
অঘ্রাণের নিঝুম দুপুরবেলায়
তুমি চলে গ্যাছো—
গাই হরিণীর মত সবুজ প্রান্তরে
লতা-পাতা-গুল্ম-দুর্বাঘাস
তোমার হাসি কান্না শব্দহীন
মৃগনাভি, কস্তুরী, গোলাপ— তাম্ররস
দোপাটী, সূর্যমুখী তোমার নাভীর গন্ধে
চাঁদ যদি ডুবে যায়
রাণা প্রতাপের চৈতকের মত
আমি হারিয়ে যাব।
কবিতার মালা দিয়ে তোমায় পাঠাব বারতা
তুমি ছিলে আমার ছোটবেলার
পুতুল খেলার সঙ্গিনী।
সত্য অথবা দ্বাপরে
তোমার সাথে হোল আমার প্রথম পরিচয়—
শব্দহীন আকাশে মেঘেরা খেলা করে
বিদ্যুতের জ্বলন্ত আগুন থাকে আমার উষ্ণ বুকে
বারটি বছর পরে
তোমাকে খুঁজে পেয়েছি শুক্লা দশমী রাতে
গঙ্গা অথবা যমুনার জলে
তোমার খোঁপায় পরাব আমি বেল আর রজনীগন্ধার মালা
ক্লান্ত পাখীর ডানায়
আকাশের তারা চাঁদ সূর্য ফলবতী

বকের পাখনার মতন—বরফে ঢাকা মসৃণ
তোমার কোমল আলুথালু ভরা যৌবন।
যদি ডুবে যায় আকাশের চাঁদ
ভুলে যাও!   তোমার অভিমানী ভালবাসা
আমি হারিয়ে যাব গ্রহতারকার দেশে
ডুবে যাবে আমার জাহাজের মাস্তুল
সাগরের কিনারায়।
ধূসর বর্ণ চড়ুই পাখীর ডানায়
কাজল টিপের ছাপ
তোমার চোখে সঞ্চিত কত যুগের গোপন ইশারা
ঘড়ির কাঁটার মত সময় চলে গেছে
চলে যাবে জীবনের সব বেদনার দিন
তুমি বলেছিলে সেদিন—
বাঁচিতে চাহি না আর বেশীদিন
তোমার শপথ যদি সত্য হয়
তাহলে আমি বন্দী হব সাইবেরিয়ায়
তোমার নরম শরীরের স্পর্শ
হৃদয়ের অভিমানী ভালোবাসার স্পন্দন।
হবে না শাশ্বত
ক্লান্ত পাখীর ডানায়—মেঘেরা ভর দিয়ে চলে
সা-ই-বে-রি-য়া-য়।

বেইরুটে এক রাত

লেপ্রসী, ব্লাড ক্যান্সার নয় টিউবারকিউলিসিস্‌-এ আক্রান্ত
প্যারিসের পি. জি. হস্‌পিটাল-এর সিজার অপারেশন্‌
রাশিয়া, ওয়েস্ট জার্মানী, ডাক্তার বৈজ্ঞানিক চিন্তামগ্ন
শিশু ঘুমন্ত-বিহ্বলা করছে,
এয়ার পোর্টের তারে সংবাদ নেই—
ভুল হয়নি সার্জেন্ট-এর ডায়গোনিসিস্‌
বেপথু মাতৃহৃদয়।

বিহঙ্গের কলতানে প্রেমিকার প্রেম উদ্‌ভ্রান্ত—
হস্‌পিটাল কাঁপছে থরথর
ফিলসফি বুঝি না ঘুমন্ত শিশুর,
ঘুমিয়ে আছে রাত্রি জাগা
সমুদ্র অথবা পাহাড় পেরিয়ে আসা বৈমানিকের মতন।
প্রিয়তমা হাতছানি দেয় যেতে নাহি দিব
গ্যাসপোস্টের শেষ আলো ভোরের সূর্যকে চুম্বন করে—
রেভেনা রাইনা নদীর বানে
ভেসে গেছে আমার টিউবারকিউলিসিসের জার্ম
নারী দাঁড়িয়ে আছে রমলার বেশে
প্যারিস হাঙ্গেরী সুইডেন জার্মানের পথে
এক রাত বেইরুটে!
তারপর ধীরে বহে 'ডন'-এর তীরে,
হস্‌পিটাল তখনও আমায় ছুটি দেয়নি
বেড্‌ বিছানায় যন্ত্রণায় কাতরা
কখন বাজবে ঘন্টা বাড়ী ফেরার
এক রাত বেইরুটে!
শিশুর ঘুম ভেঙে গ্যাছে জীবন দেবতা
বুঝি না শিশুর কঠিন ফিলসফি।

নয়ানের অশ্রু উষ্ণ

পেট্রম্যাক্সের আলো এসে পড়েছে
তোমার বিদগ্ধ জীবন যৌবনে
গ্যাসের আলো নিভে গেল কুমারী সৈকতে
প্রেয়সীর নয়ানের একফোঁটা অশ্রু
কারখানার গলিত লাভা, উদ্‌ভ্রান্ত কর্মজীবনে
তাকে ত দেখিনি কোনদিন—!
যে নারী দাঁড়িয়ে আছে জীবন যৌবন নিয়ে অশোকবনে
আকাশের সপ্তশিখা হয়েছে ক্ষত
প্রাসাদের কন্যা বেপথু যৌবনা
প্যারিসের পথে যেও না
ফিরে এস এশিয়ার উলঙ্গ বন্দরে
যেখানে মাস্তুল তোলা জাহাজ হুইশেল দিয়ে
এগিয়ে চলেছে লোহিত সাগরের বুকে
অঘ্রাণের রাতে ব্যাবিলনের ইতিহাস পাণ্ডুর
তবুও ইতিহাস লেখা হবে শাশ্বত যুগের
লাভা ইস্পাত গলছে—
ইতিহাস কৃপণ নয়!
শ্রমিকের দীর্ঘশ্বাস ভেসে আসে—
বয়লারের আগুন আর গিয়ারিং হুইশেল থেকে
রাত জাগা প্রেয়সীর নয়ানের অশ্রু উষ্ণ
বুকে বেদনার পুঞ্জীভূত কত ইতিহাস।

প্রসব যন্ত্রণায় কেঁদে ওঠে

সাডার স্ট্রীট আর কীড্ স্ট্রীটের
দাম্বালে যৌবনা রূপসী নারী
নিয়ে যাবে আমায় নরক অনলে !
যদি শুক্লা চতুর্দশীর চাঁদ আকাশে ডুবে যায় ।
ভালবেসেছিনু মেয়ে মানুষেরে
তাই অপরাধী আসামী আমি যন্ত্রণায় কাতরা
মুখরা নারী নাদুস দেহ নিয়ে
খেলা করে, জন্ম দেয়
ধান কাটা হয়ে গেছে তেপান্তর মাঠে
আমি তখন লাস্ কাটা ঘরে
আক্রান্ত ক্যান্সারে বুকে যক্ষ্মা
দায়ী নয় কীড্ স্ট্রীটের ঐ দাম্বালে রূপসী নারী
ভালবেসেছিনু যে মেয়ে মানুষেরে
কণ্ঠে তার বিষের বাণ—
অভিশাপ দেয় তাই আমি আক্রান্ত হব ক্যান্সারে
মাংসের ঘ্রাণে গাই-হরিণীর উন্মাদনা আসে
ছুটে আসে ভরা যৌবনা গাই-হরিণী ।

সজারু বাজায় ঘন্টা দেবদারু বনে
বিহঙ্গের কলতান বনানীর অন্তরালে
অ্যাম্বুলেন্সে চলেছি আমি বিদায় নির্বাসনে—
পার্ক স্ট্রীটের কবরখানায় অথবা জ্বলন্ত সাগ্নিক নিমতলা শ্মশানে
কম্পিত বনানী কাঁপে থরথর হেমন্তের জ্যোৎস্না রাতে
ভরা উর্বশী কন্যা, কেঁদে ওঠে প্রসব যন্ত্রণায়
বৈধব্য নারী বধূ সঙ সেজে দাঁড়িয়ে আছে
আমি তখন লাস্ কাটা ঘরে ।

বাদলঝরা শ্রাবণ সন্ধ্যায়

হুয়াং-হো নদীর তীরে মরা শব নিয়ে—
খেলা ক'রছে আমার জ্বালাময়ী প্রিয়তমা,
হাড়গিলা শকুনী, শৃগাল, দুরন্ত কাকেরা
আমার মাংস আর হাড় নিয়ে কাড়াকাড়ি করে
পৃথিবীর মায়াহীন শ্মশানে …
নীল রাত্রির কাল শর্বরীর বুকে
জীবন বেদনায় জরাতুর।
আফ্রিকার হিংস্র বন্য মানুষের
কঠিন হৃদয় মাঝে আমি ধরা পড়ব সেদিন—
জীবনের ভরা যৌবন
শোষণ ক'রেছে দানবীয় হৃদয় গর্ভে।
অমাবস্যার রাতে পেত্নী আর দানবীরা খেলা করে—
পৃথিবীর শ্মশানে—
তোমার স্বপ্নভরা সুন্দর হৃদয় বক্ষে
শুক্লা দশমীর চাঁদ আমাকে আশ্রয় দাও!
বাদলঝরা শ্রাবণের সন্ধ্যায়
অভিশপ্ত জীবনের সব আশা হবে শেষ,
অমরাবতী নীলাভ বিষাক্ত জীবন সৈকতে
তোমার কণ্ঠ নীল সাগরে হবে বিষহীন—
কালজয়ী প্রেয়সীর প্রেম যৌবন সুন্দর জীবন
হবে শাশ্বত।

অস্ত যাওয়া দিগন্তে সূর্যের মত হবে না ম্লান
বেয়ারিং পোষ্টকার্ডের চিঠিতেও লেখা থাকবে না
আমার ঠিকানা।

জীবন পুঞ্জীভূত বেদনার ইতিহাস…

শ্মশান বৈরাগ্য জ্বলবে দাবানল······
চন্দন কাষ্ঠের।
পৃথিবীর বুকে দিয়ে যাব শুধু
কবিতার ঝরা কাব্য—
আর তোমার জন্য তুলে রেখে যাব
এই মাটির পৃথিবীর বুকে
আমার গান আর কবিতার নতুন সনেট।

ভোরের কলঙ্কিত আঁচল

পলাতক কোনো রাজবন্দিনীকে পেয়েছিনু খুঁজে
ফ্রান্সের রেস্তোরাঁয় অথবা ক্যাবারে ড্যান্সারের ঘরে
যৌবনা যুবতী কণ্ঠের রাগ-রাগিনী
ধরা পড়েছিল ছেঁড়া সেতারের তারে—
লজ্জাবতী লতার ফাঁকে দেখেছিলাম কাঞ্চনজঙ্ঘার কঠিন বরফ
হিম ঘাসে—শিশিরের মুখে চুম্বন করে ভোরের লাল সূর্য।
বৌবাজারের ফুটপাথে মৃত মানুষের মুখে জমাট বেঁধে আছে
তখনো কাল রক্ত।

কপোতী কেঁদেছিলো দশমীর অস্ত চাঁদের মতন শ্রাবণ রাতে
রাজবন্দীকে ভালবেসে আমি বৌবাজারের ঊর্মিলা বেশ্যা।
শিবের মাথায় জল দেওয়ার পথে
মৃত্যু তৃষ্ণার একফোঁটা জল দিয়েছিল মুখে
বুকফাটা ক্রন্দনে বৌবাজারের ঊর্মিলা বেশ্যা—
বলেছিলো শুধু—আমি অসতী নারী, আমি বারবিলাসিনী, আমি গণিকা
তোমাকে বাঁচাব আমি গাঙুরের জলে ভাসাব ভেলা—
আমি জানি আমি অসতী! সতী সাধ্বী নই আমি বেহুলা
বুড়ো শিবের মাথায় যদি ঢেলে থাকি গঙ্গার পবিত্র জল—
তোমার মুখখানি ঢেকে দেব আমি
ভোরের কলঙ্কিত আঁচল দিয়ে—
আকাশের তারারা তখনও খেলা করে ভোরের সূর্যোদয়ের সাথে।
পলাতক কোন রাজবন্দীর প্রেমে বন্দিনী আমি ফ্রান্সের কারাগারে।

তুমি আমাকে ভালবাসলে

তুমি আমাকে ভালবাসলে আকাশে চাঁদ উঠবে
মেঘেরা খেলা করবে মুক্ত আকাশে।
তোমার ভালবাসা পেলে সেই মেঘ পাঠিয়ে দেব মরুভূমির বুকে ;

তুমি আমাকে ভালবাসলে ! আকাশে সূর্যোদয় হবে, চাঁদ উঠবে
দেখা দেবে মেঘাবৃত আকাশে রামধনু-সপ্তশিখা।

তুমি আমাকে ভালবাসলে,
চেরাপুঞ্জিতে আর বৃষ্টি হবে না ;
তুমি আমাকে ভালবাসলে, সাইবেরিয়া গোবি সাহারায় বৃষ্টি হবে।
তুমি আমাকে ভালবাসলে হিরোশিমার ভূমিকম্প থেমে যাবে।
আফ্রিকার গহীন অরণ্যে সূর্য উঠবে,
আর কোনদিন জাহাজডুবি হবে না সাগর মহাসাগরের বুকে
বন্ধ হয়ে যাবে ভিসুভিয়াসের অগ্ন্যুদ্গার।

তুমি আমাকে ভালবাসলে পৃথিবীর সব অসুখ সেরে যাবে
সূর্যের আলোয় মরে যাবে ক্যান্সার,
আর নিঃশেষ হবে সব দুরারোগ্য ব্যাধির জার্ম্।

তোমার ভালবাসা যদি না পাই জীবনে
তুমি আমাকে পাঠিয়ে দিও কার্শিয়াঙের টি. বি. স্যানিটোরিয়ামে
সেখান থেকে আমি আকাশ দেখব
দেখব ময়ূরের পাখনায় কত রঙ্
যারা কোনদিন ভালবাসা পাইনি, বাঞ্ছিত-লাঞ্ছিত তারপর সুকান্ত, কীটস্-
শুক্লা চতুর্দশীর চাঁদ—তোমার ভালবাসা যদি না পাই
রঞ্জনরশ্মি দিয়ে আমাকে পুড়িয়ে ফেলো না
সূর্যের আলোয় আমি পুড়ে ছাই হোয়ে যাব।
তোমার ভালবাসা পেলে—এশিয়ার আকাশে নূতন সূর্যোদয় হবে
কত মাছ—কত পাখি—কত বিষধর সাপেরা খেলা করে
ইছামতী, কপোতাক্ষ, আর দীঘির কালো জলে।

গাঙচিল, গাঙশালিক, পানকৌড়ী বন্য বলাকারা
আঁধার খোঁজে আর খেলা করে
হোগলা মেলে শালুক বনে।
আর শামুকের উপর শামুক রেখে, শামুক ভাঙে—শামুক ভাঙা কেউটে
ঘরচিতা সাপেরা তখন খেলা ক'রে আমার শয্যার বাতায়নে।

তুমি আমাকে ভালবাসলে, আমরা দুজনে খেলা করব
আকাশের চাঁদ-সূর্য নিয়ে।
তোমার ভালবাসা না পেলে আমার বিমান যেয়ে পেঁছাবে
নিউইয়র্কের এয়ারপোর্টে
পথে বেইরুটে থাকব এক রাত ;
দেখব না জাহাজের করিডোর হতে
মুক্ত হাসির ঝর্ণা পূর্ণিমার চাঁদ।

তোমার ভালবাসা পেলে আমাকে যেতে হবে না
এশিয়ার আকাশ ছেড়ে
যেখানে ক্লান্ত চতুর্দশীর চাঁদ রাতের তারাকে চুম্বন করে।
ক্ষুধিত জিরাফের মত চোখে ধরা পড়ে তোমার অব্যক্ত অপলক দৃষ্টি।
তোমার ভালোবাসা পেলে আমার হৃদয়ের ভূমিকম্প থেমে যাবে

তোমার ভালবাসা পেলে আমার চোখের জলে
ধরা পড়বে না চেরাপুঞ্জির মেঘ।
তোমার ভালবাসা পেলে আকাশের গ্রহ-তারকা আর দূরের আসমান
চাঁদ-সূর্যকে করে চুম্বন।
তুমি আমাকে ভাল না বাসলে
একমুঠো রোদ্দুর ছুঁড়ে মারব—
তুমি আমাকে ভাল না বাসলে
ছুঁড়ে মারব একমুঠো আকাশ—
তুমি আমাকে ভাল না বাসলে
ছুঁড়ে মারব একমুঠো চাঁদ—

তুমি আমাকে ভাল না বাসলে
ছুঁড়ে মারব আকাশের মুঠো মুঠো তারা।

তারপর তোমার ভালবাসা পেলে,
তুমি আমাকে একমুঠো গঙ্গামাটি ছুঁড়ে মেরো, একমুঠো গঙ্গাজল।
তোমার ভালবাসা পেলে,
তোমার সাথে সাঁতার কাটব গঙ্গা, যমুনা, সাগরের জলে।
ঢেউগুলো তোমার বুকে আছাড় খেয়ে
আবার ফিরে আসবে আমায় হৃদয় মাঝে।

তোমার ভালবাসা না যদি পাই—
মাঝদরিয়ায় যদি তুমি আমার হাত ছেড়ে দাও,
টাইটানিক জাহাজ—হালভাঙ্গা মাঝি,
জাহাজের করিডোর হতে পড়ে যাওয়া—
সাঁতার না জানা নতুন নাবিকের মত,
আমি চিরতরে ডুবে যাব গঙ্গা অথবা সাগরে।

গঙ্গার কুলে সাগরের কিনারায় দাঁড়িয়ে,
তুমি আমাকে ছুঁড়ে মারবে-সেদিন—
তোমার চোখের একফোঁটা অশ্রুজল
আর হৃদয়ের একমুঠো ভালবাসা।

রক্তজবা

ঘর ছেড়ে চ'লে যাব, ঘরছাড়া কোরলে তুমি···
মুছে যাবে না কোনদিন আমার সব দুঃখ সব অভিশাপ
হৃদয়ে পেয়েছি আঘাত—কারা দিয়েছিলো অভিশাপ
জানি না—আমি অভিশপ্ত··· ।
জীবনের দুর্বল মুহূর্তে, সুযোগ নিয়েছিলে তুমি
শাইলক্ কন্যা ।
সতেরো বছর বয়সের কিশোর মনকে ক'রেছিলে চুরি
হীরকের মত শান্ দেওয়া মন তোমার ইস্পাতের ছুরি ।

নাসিকার রন্ধ্রে তোমার ড্রাগনের বিষাক্ত নিঃশ্বাস ।
কেহ বুঝিবে না, বুঝিবার কেহ নাই
এ তীব্র হৃদয়ের যন্ত্রণার দহন জ্বালা ।
আমার বুকের রক্তের বদলে যদি দিতে পারি তোমায় কারেন্সির নোট·
তাহলে তোমার ভালবাসা পাব আমি
সোনাগাছির রুমা আর বেগম সুলতানার মত ।
বুঝিয়াছি, পড়িয়াছি অনেক দর্শন, বিজ্ঞান—
যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ ক'রে দেখিয়াছি
রক্তজবা বনে—ফুটিবে না আর কোনদিন
রক্তজবা ফুল !

অবশেষে তোমাকে খুঁজে পেলাম

অবশেষে তোমাকে খুঁজে পেলাম পলাতক রাজবন্দিনীর মত
জনারণ্যে কোলকাতায়
খাঁচার পাখীর মতন
তোমার ভালোবাসায় আমি বন্দী হলাম—
অনেক খুঁজেছি তোমাকে দেবদারু-পাইন-জারুল-খেঁজুর বনে
তোমার দেখা যদি না পাই—না যদি পাই তোমার ভালবাসা
মহাসাগরের বুকে অথবা মহাকাশ শূন্যে আমার ডানা ভেঙে যাবে
আমি হারিয়ে যাব শুভ্র বালির হীরকি সৈকতে
ফেলে আসা জীবনের সব ইতিহাস ধরা পড়বে কাঁচপোকার পাখনায়।
চুপি চুপি এসেছিলে জ্যোৎস্না রাতে
ব'সেছিলে মাটির দাওয়ায়
তোমার পায়ের শব্দ শুনিনি
রূপকথার গল্পের মত কত কথা ব'লেছিলে
সেদিন ;
কত গান শুনিয়েছিলে তোমায় ছেঁড়া বীণার তারে
তারপর চলে যাবে কোথায় কতদূরে
জানি না—
দুজনের হবে অনেক ব্যবধান।

যেখানে আদিম যুগের বাঘিনীর যৌনজ্বরের বিকার নিয়ে
খেলা করে বেত আর হোগলা বনে।
আমি ধরা পড়েছিনু বাঘিনীর কাছে
আমাকে চুমিয়াছে দিনে-রাতে—সর্বক্ষণে
বেয়নেট অথবা বোমারু জেট বিমানের আঘাতে
প্রেতাত্মার-চুম্বন-নিঃশ্বাস—ভালোবাসা—অঘ্রাণের রাতে
অসহ্য যন্ত্রণায় কাতরা—পিরামিড নিস্পন্দ নিথর।

অবশেষে তোমাকে খুঁজে পেয়েছি কোলকাতার জনারণ্যে
খুঁজে পেয়েছি আকাশ, বাতাস, নক্ষত্র, সমুদ্রে

সবখানে তুমি আছ—তোমার অপরূপ মূর্তি দেখিয়াছি আমি—
তোমাকে দেখিয়াছি আমি বুকভরা সোহাগ নিয়ে
নবান্ন ধানশীষ নিয়ে খেলা করিতেছ হেমন্তের রাতে
আঁচলে সাজিয়েছ—দুধেভরা ধানের শীষ
তোমার কোমর বন্ধনে।
এই পৃথিবীর বুকে গ্রহ-তারকার দেশে দেখিয়াছি তোমার কত রূপ
চোখে তোমার শিল্পীর কারুকার্য—গোপন ইশারা
আদিমের কোন ভাস্কর অথবা শিল্পী তোমার ছবি এঁকে দিয়ে মরে গেছে
চলে গেছে পৃথিবীর ওপারে—ফিরে আসবে না আর কোনোদিন

ডেসডিমোনা—ম্যাকবেথ—মোনালিসা তোমার কাছে পরাজিত
কাঞ্চনবরণী ধানের শীষ নিয়ে খেলিতেছ তুমি এশিয়ার নবান্ন ধানক্ষেতে
অঘ্রাণের জোছনার রাতে
অপরাজিতা কাঁঠাল চাঁপা লজ্জাবতী আর মালতীলতার বনে
তোমার কন্ঠের রাগ-রাগিণী ভেসে আসে ইথারে।
ভেসে আসে ইথারে তোমার কণ্ঠের গান
বেহুলা তখন ভেলায় গাঙ্গুরের জলে
নাগ-নাগিনীরা ফণা তুলে দুলিতেছে
তোমার কণ্ঠের গানের সুরে হয়ে তন্ময়
নবোঢ়া রূপসী বধূ তুলসীতলায় দিয়ে যায় সাঁঝের প্রদীপ
ক্লান্ত রাতের তারারা দিনের সূর্যকে চুম্বন করে—।

হেনরিয়েটার চোখের জল

দূরে মিনারে মিনারে লাল বাতি জ্বলে
জানায় সিগন্যাল সংকেত ইশারা—
বাড়ী আর প্রাসাদগুলো দাঁড়িয়ে আছে
ইঁটের স্তূপাকৃত হয়ে।

বিকেলের রোদ্দুর পড়েছে তোমার মুখে,
দাঁড়িয়ে আছ জানালার সার্শিতে—
কতযুগ ধরে দাঁড়িয়ে আছ তোমার সাজান বাতায়নে—
জানি প্রিয়তমা !
তুমি হবে ইতিহাস
পার্কসার্কাসের ময়দানে
কবি পত্নী হেনরিয়েটার পাশে
অথবা মমতাজের সমাধি মন্দির তাজমহলের দেশে
তুমি হবে চিরন্তন শাশ্বত অক্ষয়।

তোমার সমাধি পরে জেলে দিয়ে যাব
সবুজ বাতির সংকেত ইশারা—
একদিন বৈকালী গোধূলিবেলায়
একাকিনী চলে যেয়ো
তুমি !
পার্কসার্কাসের হেনরিয়েটার সমাধি মন্দিরে।
যুগ যুগ ধরে ঘুমিয়ে আছে, ঘুমিয়ে থাকবে
ইতিহাসের পাতায়—
হেনরিয়েটার বুকের উপর মৃত্যু ধ্বনি শোনা যায়।
'কাকের কোলাহল' কাকেরা ডাকছে কা-কা রবে ;
অশুভ সংকেত ধ্বনি সমাধি মন্দিরে।
কবি পত্নীর জীবন ইতিহাস সুখ-দুঃখের খনিতে ভরা ;
আমার মৃত্যুর আগে জানাতে ভুল কোর না তোমার ঠিকানা !-
প্রিয়তমা !

তোমার চোখের জল যেন দেখিতে না পাই এ জীবনে
কাঁদিবে না কোনদিন, কাঁদিবার কিছু নাই।

মেঘনাদবধের কবিপত্নী তোমাকে সেলাম—
হেনরিয়েটা। তোমার রেশমী চুলগুলো
হাওয়ায় উড়ছে সাগরের কূলে অথবা টেম্‌সের ধারে ;
তোমার ফসিলগুলো এখনও জীবন্ত।
শুক্লা চতুর্দশীর রাতে আকাশে তারারা কাঁদে—
হেন্‌রিয়েটার চোখের জল এখনও শুকায়নি,
এখনও কান্নার করুণ ধ্বনি শোনা যায়
টেম্‌সের ধারে আর বিলেতের আকাশ হতে
পার্ক'সার্কাসের কবরখানায়
প্রিয়তমা!
তোমার চোখের জল যেন দেখতে না পাই কোনোদিন,
সঞ্চিত সবকিছু রেখে যাব—
আমার মৃত্যুর আগে আমাকে জানিয়ে দিয়ো
তোমার শাশ্বত ঠিকানা।
হেন্‌রিয়েটার চোখের জল এখনও শুকায়নি
তোমার অশ্রুধারা ধরা পড়েছে
টেমস্‌ আর ভারত সাগরে।
শর্মিষ্ঠা—মেঘনাদ-কবিপত্নী হেন্‌রিয়েটা
তোমাকে সেলাম।

জড়িয়ে পড়েছি তোমার আঁচলে

জড়িয়ে পড়েছি আমি—তোমার আঁচল আর ওড়নার জালে
বেঁধে ফেলেছ আমায় তোমার সোনালী গুচ্ছ চুল দিয়ে
জানিনা বোরখার নিচে নয়ানের আঁখিতে
কোন মায়াজালের স্বপ্ন ইশারা—
প্রজাপতির পাখনায় দেখিয়াছি কত রঙ।
ময়না গাঙশালিক কাকাতুয়ার কণ্ঠে
শুনেছি তোমার কত গান
ট্রান্সমিটারে ধরা প'ড়েছে তোমার সব কথা সব গান
কখনও বা ওয়্যারলেসের তারে
শুনতে পাই তোমার কত গোপন কথা।
জড়িয়ে পড়েছি তোমার তন্দ্রালু চোখের মায়াজালে
তুমি এলে আমার কাছে অনেক সাধনার পর
তোমাকে পেলাম খুঁজে
একাকিনী ছিলে না ছিলো সেদিন তোমার সাথে
তোমার নিজের রক্তের কেউ
আমার দুঃখ যন্ত্রণার সব কথা চুপি চুপি ব'লেছিলাম
ঐ বিষণ্ণ মহান যুবতীকে রাজপথে
তাই তোমার সাথে হ'ল আমার পরিচয়।
নতশিরে পড়েছি ধরা—তোমার আঁচল আর ওড়নার জালে
মেঘ আছে আকাশে জল নেই ঐ মেঘে
শুক্লা দশমী রাতে মেঘেরা খেলা করে
তৃষ্ণার্ত চাতক পাখীর মত
চেয়ে আছি ঐ মেঘে আছে জল
তুমি আকাশের মেঘেনী
দেখিয়াছি চোখে তোমার অযাচিত জননীর স্নেহ
মুখে তোমার বন্ধুর প্রেম
হৃদয়ে তোমার প্রিয়ার ভালবাসা
তাই তোমার কাছে ধরা প'ড়েছি নতশিরে আমি

মহাসমুদ্র যেমন ধরা পড়ে মেঘ আর মেঘেনীর কাছে
বেঁধে ফেলেছ আমায় তোমার শায়ার দড়ি দিয়ে
যেমন ক'রে রোজ বাঁধ কোমর বন্ধন।
অনেকদিন তোমাকে খুঁজেছি বৈকালী বেলায়
অনেকদিন তুমি যাওয়ার আগে চ'লে গেছি আমি
খুঁজেছি তোমায় বরষার রাতে
রাজপথে
অনেকদিন তোমাকে অনেক কথা বলেছি
দেখিনি তোমার কোন বিস্ফোরণ আমি
তুমি আকাশের মেঘেনি, তোমার কাছে ধরা পড়েছি মহাসমুদ্রে আমি
তুমি মহাসমুদ্র, তোমার কাছে ধরা পড়েছি কাঞ্চনজঙ্ঘায়—
তোমার কাছে ধরা প'ড়েছি গঙ্গা, পদ্মা, যমুনার জলে
সাঁতার কাটিব তুমি আর আমি
স্বপ্নে যেমন করে বাল্যকালে
তোমার সাথে সাঁতার কেটেছি পুকুরে অথবা দীঘির জলে
কত ঢেউয়ের আছাড় লেগেছে তোমার বুকে।
তোমার আঁচলের গেরো যদি খুলে যায়
কমলালেবুর খোসার মত যদি ছুঁড়ে ফেল ডাস্টবিনে
সেদিন বিকৃত মস্তিষ্ক নিয়ে চুপ করে ব'সে থাকব
তোমার সহোদরের মত—
নিরালা নির্জন পৃথিবীর বুকে
আমার সব অভিমান সেদিন শেষ হয়ে যাবে
তুমি পাবে পরিত্রাণ
তোমাকে নিয়ে আমার সব খেলা
সব স্বপ্ন শেষ হবে এই বাটে
তোমার গুলিবিদ্ধ বুলেটে
আমি চ'লে যাব পৃথিবীর শ্মশান ঘাটে।
তবুও তুমি
অহংকারে গর্বিতা শুক্লা দশমীর চাঁদ
রেসকোর্সে জ্যাকপটে বিজয়িনী নারীর মতন
বিজয় মাল্য প'রবে রেস কোর্সের মাঠে,
আমার চিতা সেদিন জ্বলবে এই বাটে—এই ঘাটে
জড়িয়ে পড়েছি আমি তোমার আঁচল আর ওড়নার মোহজালে
তোমার ভালবাসা না পেলে
আমি শেষ হয়ে যাব—আমার চোখের অশ্রুজলে।

…that is askane look of my dear's eye

চোখ দুটো আমাকে অন্ধ ক'রে দাও
তোমার হাতের আদিম যুগের নখাগ্র দিয়ে,
আমার প্রেম আমার ভালবাসার
পুনর্জন্ম ঘটবে না আর তোমার নেশায়—
তারপর আমার চোখ দুটো দিয়ে যাব আমি
কোন জন্মান্ধ শিশুকে পৃথিবী সূর্য চাঁদ আকাশ দেখবে
যন্ত্রণায় হবে না কাতরা আমার মতন
ব্যর্থ হবে না শত প্রেয়সীর প্রেম প্রিয়ার ভালবাসা।
আমি ঘর বেঁধেছি শহরে
আমি ঘর বেঁধেছি গ্রামে
আমি ঘর বেঁধেছি সাগরে
আমি ঘর বেঁধেছি পাহাড়ে।

তোমার ঘুম ঘুম নয়ানের দৃষ্টি আছে সম্বল
তোমার একটুখানি ভালবাসা না পেলে
আমার সব ঘর ভেসে যাবে
অন্ধ-চোখের জলে।
আমি ঘর বেঁধেছি আমেরিকায়
আমি ঘর বেঁধেছি জার্মানে
আমি ঘর বেঁধেছি সুইডেনে
আমি ঘর বেঁধেছি ফ্রান্স, গ্রীসে।

অবশেষে তোমার নয়ানের দৃষ্টি
হৃদয়ের ভালবাসা না পেলে
আমার ভালবাসার সব নেশা কেটে যাবে।
চোখ দুটি অন্ধ ক'রে দাও
সব ঘর ভেসে যাবে
আমার চোখের জলে।

কেঁদেছিল রাজপথ

তোমার চোখের একফোঁটা অশ্রুজল
পড়েছিলো সেদিন রাজপথে—তাজা রক্ত
তোমার নাসিকার রন্ধ্রের করুণ নিশ্বাস,
বলাকার দীর্ঘশ্বাস
উষ্ণ তাজা রক্ত, এখন প'ড়ে আছে
পথ হ'ল তার সাক্ষী।
পথের ক্লান্তিতে ঝ'রে পড়ে আকাশের তারারা
শুক্লা দশমীর চাঁদ যন্ত্রণায় কাতরা!
চোখে মুখে তোমার ক্লান্তির ছাপ—
এশিয়ার পিঙ্গল ধূসর আকাশে, বাতাসে
যন্ত্রণার করুণ আর্তনাদ ভেসে আসে তোমার নিশ্বাসে
শরতের বিষণ্ণ গোধূলি বেলায়, তুমি এলে—
জানালে সব কথা—সব ইতিহাস—কিছু রয়ে গেল বাকী
তোমার সব কথা আমি বুঝি না
বুঝিবার মত ক্ষমতা আজ আর নাই!
বুকের মধ্যে তীব্র যন্ত্রণার কঠিন জ্বালা বৈশাখী মেঘের গর্জন
কূলে এসে আঘাত খাওয়া মহাসমুদ্রের ঢেউয়ের মতন।
তোমার চোখের এক ফোঁটা উষ্ণ অশ্রুজল
আমার প্রেম—যদি সত্যি হয়—
শরতের গোধূলি বেলায়
জীবন যন্ত্রণায়
যক্ষপ্রিয়া—
তোমার সাথে হবে আমার পরিচয়
দ্রৌপদীর সাজে
এসো কাছে
ছুটে চলে মন কোন অজানা নক্ষত্র সন্ধানে
এ অসহ্য যন্ত্রণার জীবন—
আমার প্রেম যদি সত্য হয়

দিও না ফিরিয়ে, দাও আশ্রয়
নিস্পন্দ, নিথর জীবন বেপথু-হৃদয়
সব কিছু ভুলে যাব তোমার ভালবাসা পেলে
তারপর—তুমি হবে ইতিহাস।
তোমার ফসিল আর চোখের ফসফরাস
মাথার সোনালী গুচ্ছ চুলগুলো খুঁজে পাওয়া যাবে
মেরী, ফনি ব্রাউনিং, হেনরিয়েটার মত সত্য অথবা স্বাপরে।
তোমার নাসিকার নিষ্ঠুর আঘাতে
তাজা রক্তে
কেঁদেছিলো রাজপথ—
কেঁদেছিলো সমুদ্রের মসৃ ফেনপুঞ্জ
আসছে পৃথিবীর ভ্রূণ শিশুরা।
শুক্লা দশমীর চাঁদ ক্লান্ত—সংঘাতে হারা
কেঁদেছিলে একাকিনী—রাজপথ মুহ্যমান,
ছিলো না রেকর্ড-প্লেয়ারে অথবা পাখির কণ্ঠে গান
আমি যদি হারিয়ে যাই মহাসমুদ্রের বুকে অথবা
আকাশ শূন্যে
সব কিছু ভুলে যাব—তোমার ভালবাসা পেলে
তুমি হবে ইতিহাস।

স্বাগত জানায় তোমার ভালোবাসা

ত্রিকূট পর্বতের ঝোড়ো হাওয়ার শেষে গোধূলি সন্ধ্যায়
ময়ূরের নাচ দেখিয়াছি আমি
ডানা ঝাপটায় চুম্বন শৃঙ্গারে—সন্তান জন্ম দেয়
গর্ভশয়া ময়ূরের নাচ—সর্বাঙ্গ কাঁপে থরথর
দেখিয়াছি আমি।
সতীন জামাই বরণ করে
যেমন করে
দ্বিতীয় পক্ষের শাশুড়ী কম্পন আনে শরীরে
কাজল বরণী মেঘ
ঝড়ের প্রস্তুতি জানায়, ত্রিকূট পর্বতে, এলো বরষা
ময়ূরের নৃত্য দেখিয়াছি
দেখিয়াছি ময়ূরের পাখনায় কত রঙ।
মেঘ মেঘেনীকে আদর করে
করে চুম্বন শৃঙ্গার—
বকের শুভ্র পাখনার মতন
মেঘেরা ডানা মেলেছে তোমার হৃদয় মাঝে
সীতার শয্যাভবনে—ত্রিকূট পর্বতে
তুমি, আমি, আর আমাদের ভালবাসা
আকাশের চাঁদ
বন্য শ্বাপদেরা খেলা করে
জ্যোৎস্নার রাতে
নিরাশার আশা বুকে
কাজল বরণী মেঘ স্বাগত জানায়
তোমার ভালবাসা।

ঘর বেঁধেছি মেঘের বুকে

ভালবাসা চাইলেই ভালবাসা পাব কিনা জানি না
তুমি সূর্যোদয় দেখবে এখনও অর্ধ শতাব্দী
কেহ আমাকে ভালবাসেনি ভালবাসা পাইনি জীবনে
তাই আমাকে কিছুদিনের মধ্যে চ'লে যেতে হবে
মা-বাবা থাকবে না সেদিন—থাকবে তুমি
তুমি আমাকে অবহেলা ক'রে চ'লে গেলে
জানি আমি
অর্ধ শতাব্দী পরে আমার সমাধির উপর
জন্ম নেবে কচি দূর্বা ঘাস তার উপর শিশিবেব জল
অমাবস্যা রাতে জেলে রেখো প্রদীপের আলো
—এঁকে রেখে যেও তোমার পায়ের পদচিহ্ন।
মাতৃরূপিণী—তুমি গরবিনী—তুমি প্রেয়সী দ্রৌপদী
ভুলে যেওনা দ্রৌপদী ?
পঞ্চস্বামীর ভালবাসায় ছিল গর্বিতা।
নরম ঘাস শিশিরের জল সূর্যের ভালবাসা
অবহেলা ক'রে দূরে চলে যেয়ো না সফল হবে তোমার আশা
গর্ভবতী বলাকা খড়কুটো দিয়ে বাঁধিবে নীড়
মেঘের বুকে সন্তান সম্ভবায় ক্লান্ত পাখনায়
ডানা ঝাপটায়
যন্ত্রণায় কাতরা।
মেঘেব বুকে ঘর বেঁধেছি—হাত বাড়ালেই দ্রৌপদী
স্বপ্ন আমার চোখের জলে—নরম হাতের স্পর্শ
সূর্যের সাত রঙের স্বর্ণ মুকুট পরাব তোমায়
তোমার কোমল হাতের নরম স্পর্শ
না পেলে হৃদয়ের ভালবাসা
আমার চোখের জলে সেই ঘর ভেসে যাবে ভেঙে যাবে
ঘর বেঁধেছি মেঘের বুকে—মেঘ হবে তার সাক্ষী।